



বীর শহীদ

রাহাত হোসেন শরিফ

জন্ম তারিখ:	১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৮
শাহাদাতের তারিখ:	১৮ জুলাই, ২০২৪
বিভাগ:	ঢাকা
জেলা:	গাজীপুর

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা : ছাত্র,

শাহাদাতের স্থান : আজমপুর

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

কী অপরাধ ছিল আমার ছেলের?" প্রশ্ন অসহায় মায়ের

শহীদ রাহাত হোসেন শরিফ

শহীদ রাহাত হোসেন শরিফ নবাব হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে এইচএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি ২০০৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর গাজীপুর জেলার গোপারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদ পিতা মো: সেলিম সৌদি আরবে থাকেন। মা স্বপ্না গার্মেন্টসে চাকরি করেন। রাহাত হোসেন শহীদ পিতা মাতার একমাত্র সন্তান ছিল। ২০২৪ সালের ১৪ জুলাই উত্তরাজমপুরে নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে মানবিক বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। কলেজে ভর্তি হওয়ার মাত্র ৪ দিনের মাথায় পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন

শহীদ রাহাত হোসেন ছিলেন একজন সচেতন তরুণ। তিনি ছিলেন সুদূর প্রসারি চিন্তার অধিকারী। সবসময় সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতেন। একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দূষণ মুক্ত দেশ গড়তে চেয়েছিলেন। তাই তিনি “বিডি ক্লিনে” স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগ দেন। ২০২৩ সালের শুরুর দিক থেকে কাজ শুরু করেন। এর মাধ্যমে তিনি এলাকার বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে অবদান রাখেন। তাঁর নম্রতা, ভদ্রতা ও অমায়িক ব্যবহার দিয়ে সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন। শহীদ রাহাত হোসেন ছিলেন একজন নিয়মিত পাঠক। নিয়মিত তাঁর পাঠাগারে যাতায়াত ছিল। তাঁর পছন্দের তালিকায় ইতিহাস সম্পর্কিত বইগুলো বেশি স্থান পেয়েছে।

পারিবারিক অবস্থা

বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল শহীদ রাহাত। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন। শহীদ রাহাতের বাবা বিদেশ থাকায় ভরণ পোষণে তেমন সমস্যা হতো না। তাদের নিজস্ব কোন সম্পত্তি নেই।

আন্দোলনে অংশগ্রহণ

২০২৪ সালের জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুদ্র জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় জনতা।

জুলাই মাস জুড়েই প্রতিবাদ মিছিল, আন্দোলন সংগ্রাম চলতে থাকে। ছাত্র সমাজের যৌক্তিক দাবীকে মেনে না নিয়ে বরং দমনের পথ বেছে নেওয়া হয়। আন্দোলন ক্রমান্বয়ে সহিংস রূপ ধারণ করতে থাকে। কোটা আন্দোলনকারীদের দমনে চরম ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে। আন্দোলনকারীদের উপর লেলিয়ে দেওয়া হয় ছাত্রলীগের গুলীদেরকে। ১৫ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর অতর্কিত হামলা চালায় ছাত্রলীগ। একদিকে নিরস্ত্র সাধারণ শিক্ষার্থী আর অন্য দিকে ছাত্রলীগের হাতে ছিল লাঠি, হকিস্টিক, লোহার রড, রামদা, চাপাতি সহ দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাথে যুক্ত হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগসহ ঢাকার বিভিন্ন ইউনিটের ছাত্রলীগ কর্মীরা। ছাত্রলীগ একত্রিত হয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের পিটিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে দেয়। রক্তাক্ত করে সাধারণদের। তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি নিরীহ বোনরাও। ছাত্রীদের মেরে রক্তাক্ত করা হয়। এমন নির্মম ঘটনা ইতিহাসে বিরল। আহত হয়ে নিরীহ শিক্ষার্থীরা রাস্তায় পড়ে থাকে। পুলিশ প্রশাসন ছাত্রলীগের পক্ষ নিয়ে সাধারণদের উপর আক্রমণ করে। অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় সাধারণ ছাত্রদের। আহতদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল ভর্তি করা হলে ছাত্রলীগ সেখানে গিয়েও বেড়ে শুয়ে থাকে। আহত শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করে। ভয়ে আহত অবস্থায় হাসপাতাল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় অনেকে।

১৫ তারিখের পর থেকেই মূলত আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। কোটা সংস্কারের জন্য আন্দোলন শুরু হলেও তখন আর কোটা আন্দোলন থাকে না। সরকার পতনের আন্দোলনে পরিণত হতে থাকে। সরকার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠে। সারা দেশে গণহত্যা চালায়। গণ গ্রেফতার, গুম, প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা চালিয়ে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করা হয়। ১৬ তারিখ দিনভর গণ গ্রেফতার ও গণহত্যা চালানো হয়। এসবের মাধ্যমে আন্দোলন থেমে যায় না বরং আরও বেড়ে যায়। আগুন জ্বলে উঠে। সেদিন রাতে ছাত্র জনতা ঢাবির হল থেকে ছাত্রলীগের গুলীদেরকে হল থেকে বের করে দেয়। এরপর সরকার আরও ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে। ক্যাম্পাস গুলোতে নোটিশের মাধ্যমে রাতারাতি হল ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে চাপ

শহীদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি

[illegible]